পাহাড়ে হকি

পাহাড়ের সাথে, সৌহার্দ্যে (পাহাড়ে থাকি)

ধারণা এবং রচয়িতা : ড. বায়েস আহমেদ

উদ্দেশ্য : বাংলাদেশের পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মাঝে পাহাড়ধস দুর্যোগের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করা।

শিল্প এবং পরিকল্পনা : মেহেদী হক

কালি এবং রং : সব্যসাচী চাকমা **প্রচ্ছদের রং** : মাহাতাব রশীদ

প্রকাশনার তারিখ : জানুয়ারি, ২০২২ (প্রথম সংস্করণ)

গ্রন্থস্বত্ব : © ২০২২ ইউসিএল ইন্সটিটিউট ফর রিস্ক এন্ড ডিজ্যাস্টার রিডাকশন (আইআরডিআর), ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন, (ইউসিএল), যুক্তরাজ্য।

ওয়েবসাইট : https://www.ucl.ac.uk/risk-disaster-reduction/ এবং https://cgsdu.org/

অর্থায়ন : দ্যি রয়্যাল সোসাইটি (এওয়ার্ড রেফারেন্সঃ CHL\R1\180288)

যোগাযোগ : ড. বায়েস আহমেদ। ইমেইল : bayes.ahmed@ucl.ac.uk বা bayesahmed@gmail.com

প্রকাশনায় : সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ এর সাথে অংশীদারিত্বে ইন্সটিটিউট ফর রিস্ক এন্ড ডিজ্যাস্টার রিডাকশন (আইআরডিআর), ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন, (ইউসিএল), যুক্তরাজ্য কর্তৃক প্রকাশিত।

UCL INSTITUTE FOR RISK AND DISASTER REDUCTION

CENTRE FOR GENOCIDE STUDIES UNIVERSITY OF DHAKA

ঢাকা কমিক্স

কমিকস রূপ: ঢাকা কমিক্স

আইএসবিএন : ৯৭৮-৯-৩৯৯৯-০৩৬৪-৬

সম্পূর্ণরূপে উৎস উল্লেখ করার শর্তে শিক্ষামূলক ও অন্যান্য অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার পুনরুৎপাদন করা যাবে। তবে স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার বিক্রি অথবা অন্যান্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পুনরুৎপাদন নিষিদ্ধ।

ডিসক্লেইমার :

এই কার্টুন পুস্তিকায় প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, যা বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক ফিল্ডওয়ার্কের অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত। প্রকাশিত মতামত ইউসিএল বা রয়্যাল সোসাইটির মতের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হবে না। পুস্তিকাটিতে কোন ত্রুটি বা কোন কিছু বর্জন দ্বারা কারো কোন ক্ষতি বা তসরুফের জন্য এডিটরগণ /ইউসিএল/ ঢাকা কমিক্স কারো কাছে দায়বদ্ধ নন, যদিও এই ধরনের ত্রুটি বা বর্জন অবহেলা বা অন্য কোন কারণেও ঘটে থাকে। এমন এবং অন্যান্য সব ধরনের দায় অস্বীকার করা হলো। পাঠকের নির্দিষ্ট কোন পরিস্থিতিতে বা স্থানীয় কোন প্রেক্ষাপটে তথ্যের প্রযোজ্যতা যাচাই করা উচিত এবং তথ্যের উপর নির্ভরতার পূর্বে বৈধ রেফারেন্স সমূহ পরীক্ষা করা উচিত। যেহেতু পুস্তিকায় থাকা তথ্য সমূহ বহুবিধ, স্থানীয় এবং পেশাদার প্রকৃতির, তাই পাঠককে কোন পদক্ষেপ নেয়ার বা কোন ব্যাখ্যা করার পূর্বে উপযুক্তভাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত পেশাদার ব্যক্তির পরামর্শ নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

পাহাড়ে থাকি
বাংলাদেশের দুর্গম একটি পাহাড়ি এলাকা। এখানে অনেক আগে থেকেই প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে বাস করে মানুষ। শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে এই এলাকা, বর্তমানে যার নাম পাহাড়িকা।

পাহাড়ের কোলে পাহাড়িকা স্কুল।
পাহাড়িকা প্রাইমারি স্কু
হাহাহা, আলী! আজকে আমি ফার্স্ট!
আরে আমিতো দৌড় ই দেই নাই।
আলী! লিয়া দাঁড়া!

দাঁড়া, উফফ আমি... আসতেছি... উফ।
হাহা, জামশেদ, তুই তো তিনজনের মধ্যে থার্ড!

আয় হায়! ঘণ্টা পড়ে গেলো রে!
তাড়াতাড়ি! নইলে সবাই লাস্ট!
ঢং ঢং ঢং
প্রেজেন্ট স্যার!
স্যার নাম ডাকা শেষ?
হুম, আবার তোমরা তিনজন দেরী করেছো... না নাম ডাকিনি। বসো।
যাক, বাঁচা গেছে বাবা।
এই কথা বলিস না।
হ্যাঁ পর পর তিনদিন দেরী হলে বাসায় জানাবে বলেছিলো কিন্তু।

আজকে আমরা পড়বো ‘পানি চক্র।’ কিভাবে মেঘ হয় আর কিভাবে সেখান থেকে বৃষ্টি পড়ে সেটা জানবো।
বৃষ্টি কিভাবে পড়ে কেউ বলতে পারো?
হাহাহা
হাহাহা
আকাশের থিকা পড়ে স্যার।
রবিতো ঠিকই বলেছে। তবে সেটা আরো ভালভাবে আমরা পড়ব আগামী ক্লাসে। এর আগে তোমরা এটা নিজে নিজে পড়ে নিও।
ওই তোরা হাসলি ক্যান?
তোর উত্তর শুনে। আজকে গিয়ে পড়ে দ্যাখ স্যার কী জানতে চাইছে।
ভাইরে অনেক লেখা পড়া হইছে, বিকালে মাঠে আয়। নতুন একটা বল কিনে দিছে আব্বা।
আরে! নতুন বল! সাতচাড়া খেলবো আজকা।
আসিস আগে, দেখা যাবে।

ক্লাস শেষে বাড়ি ফেরে রবি। পাহাড়ের কোলে সম্প্রতি বাড়ি তুলেছে তার বাবা। পাহাড়ের মাটি কেটে সমান করে টিনের ঘর।

রবির মা। কী করা যায় কও তো? বাড়ি তো তুললাম, অহন হুনতাছি এইসব নাকি অবৈধ জমি? ওদিকে আমিন সাব কইলো চিন্তা না করতে।
আমিও হুনলাম, সরকার নাকি এইগুলান ভাইঙ্গা দিব। আমার ডর লাগে, আর ওই আমিন সাবরে আমার ঠিক পছন্দ হয় না।

আব্বা কন তো, বৃষ্টি কেমনে হয়?

বাবা, মুরুব্বীদের কথার মধ্যে কথা বইলোনা।

আহ্, থাউক না বেচারা।

সেই সন্ধ্যায়।
ওই দেহো, বৃষ্টির কথা কইতেই শুরু হয়া গেল।
শশী দ্যাখ, বিজলি, বাপরে কী শব্দ!
রবির বাপ, আমার কিন্তু ডর করে, হুনেন নাই ওই পাড়ায় বাদলায় কেমন ঘর ভাইঙ্গা পড়ছিলো ঢলে?
আরে আমাগো ঘর কি অত হালকা নাকি? মজবুত কইরা বানছি না? ডরের কিছু নাই। দোয়া পড়।
বাদলা থামারও নাম নাই!

পরদিন সকাল সকাল সারারাত বৃষ্টি হবার পর।
জলিল মিয়া, জলদি আহো, ওইদিকে তো সর্বনাশ হয়া গেছে! নামার দিকে কোন ঘর আর নাই!
ঢল হইছে ঢল। সব বাড়ি মাটিতে খায়া নিছেগো, শাবল কোদাল লয়া জলদি আহো!
ওইখানে তো আলীর বাসা!
মা, আমি গেলাম আলীদের ওইখানে!
বাবারে, তোর বাপের সাথে যা!
রবি! জলদি আয়!
আইতাছি রানি!
আলিরে খুঁইজা পাওয়া যাইতাছে না!
কস কী! চল তাড়াতাড়ি আমরাও খুঁজি।
এর মধ্যে কাউরে কিভাবে খুঁজবি? সবাই চেষ্টা করতাছে দ্যাখ।
আমার খুব ডর লাগতাছে রানি।

আর কাউরে পাওয়া যাইতেছে না, যাদের পারছি সদর হাসপাতালে নেয়া হইছে।
উত্তরের দিকে কিছু বাড়ির চালা দেখা যায়, ওইদিক চলো।
কোন কিছুর তো চিহ্নই নাই।
রবি, ওইটা কী? আলীর বলটা না?
তার মানে আলীর বাড়ি এইখানেই ছিল?
অন্য কারও বল ও হইতে পারে। আগেই...
সব বাড়ি ঢলে পড়লেও পাহাড়ের কারো কিন্তু কিছুই হয় নাই!
হ, সুকিয়া বুড়ি, অনেক আগে থেকেই আছে সে এই টিলায় ও বুড়িমা, ঠিক আছো তুমি?
হামি তো ঠিক বাবা, এখানে কী হয়ে গেলো? মানুষ বেঁচে আছে সবাই?

আমি কত করে বলেছিলাম, পাহাড়ের ঢালে এভাবে কেটে ঘর করে না।
বুড়িমা, তোমার ঘরের কিছু হইলো না, আর এরা সবাই এমনে মাটির তলে চাপা পড়লো ক্যান?
পাহাড়ের ধর্ম আছে বাবা, তারে কাটাকুটি করে ঘর করলে সে তোমারে রাখতে পারবে না, আমরা কত যুগ এভাবে আছি, এমন সমস্যা তো হয় না।
তোমরা নতুন করে বাড়ি করছো এসব না মেনে।
নিয়ম ছাড়াই যেখানে ইচ্ছা গাছ কেটে নিচ্ছো, ঢাল কেটে সমান করে বাড়ি করছো ।
এসব করলে বাদলায় মাটি ভাঙবেই।
হামরা বাড়ি করি মাচাং করে, পাহাড়ের ওপরে ঢাল বেয়ে পুরো পাহাড় উঠি তারপরে আমাদের বাড়ি।
আর তোমরা ঢাল কেটে গর্ত করে তার ভিতরে বাড়ি করো। পাহাড় ওপরে থাকবে কিভাবে?

এমন সময় হঠাৎ, স্থানীয় জমির দালাল আমিন মজিদ।
কী হইছে? কী কয় এই বুড়ি?
বিরাট পণ্ডিত চইলা আসছেন মনে হয়? বাড়ি কেমন বানাইতে হবে তা শিখাইতেছেন?
আরে কপালে যা থাকবে তাই ঘটবে। কপালে যদি থাকে মাটির তলে চাপা পইড়া মরণ তাইলে তা-ই হইবো।
পাহাড়ের ঢলে মারা না পড়লে কি মরবা না? তখন মাটির তলে যাওয়া লাগবো না? দুইদিন আগে আর পরে।
বুড়ি এইসব কইতেছে সে চায় না আমরা এখানে তার আশে পাশে আসি, সে একলাই থাকতে চায় যেন, পাহাড় তার একলার। তা হইবো না। আমি আমিন মজিদ নিজে এইখানে থাকি, কই আমার বাড়ির তো কিছু হয় নাই।

তোমরা তা জানো না? মরলে তো আমিও মরতে পারি। অনেকেই আমার বরাদ্দ দেয়া এই জমির দিকে চোখ দিছে। অনেক কিছু বইলা আপনাদের ভয় দেখাইতে চায়। তাতে তাদের সুবিধা।
এইসব কথায় কান দিবেন না, এই জমি পুরাই বৈধ, আর দুনিয়ায় বালা মুসিবৎ থাকবোই, এইগুলা মাইনাই চলতে হবে।

কিন্তু মজিদ সাব, আপনার বাড়ি তো পাকা ঘর, আর পাহাড়ের উপরে, আমাগো তো তা না।

কয় টাকা দিছো জমির জন্যে হ্যাঁ? এই টাকায় শহরে থাকতে পারতা? তাইলে যাওগা, আমি কি কাউরে জোর কইরা ধইরা আনছি? যার যা কপালে আছে তা-ই হইবো

জ্বে তা তো ঠিকই। ভুল হয়া গেছে, এইটা ভাবি নাই, ।

ঠিক আছে, থাকো তোমরা, এইসব হাবিজাবি চিন্তা করবা না।

রবি, আমার মাথা কাজ করে না। আলী কই? তার বাবা-মা কই?
জানিনা, কাকু কইলো যাদের উদ্ধার করছে তাদের হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

বাবা রবি, চলো এখন, এখানে কিছু দেখার নাই, আবার মেঘ করতেছে।

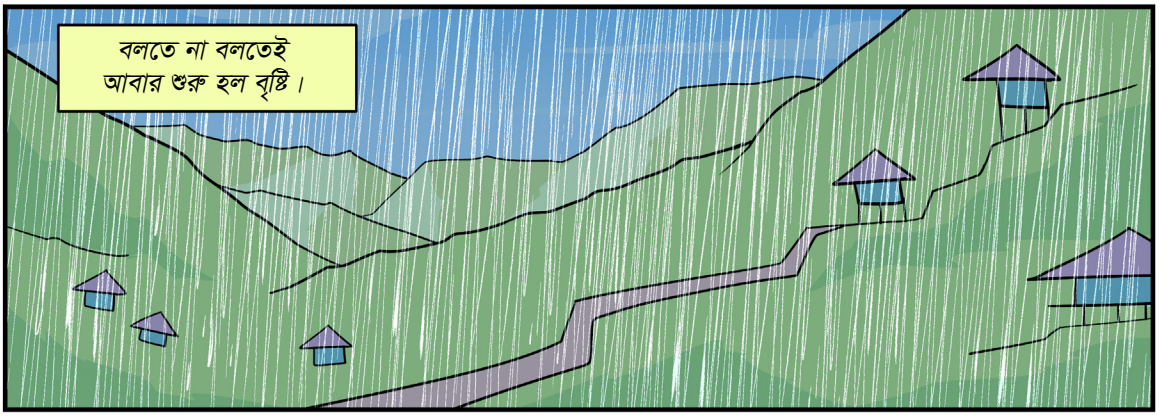
বলতে না বলতেই আবার শুরু হল বৃষ্টি।

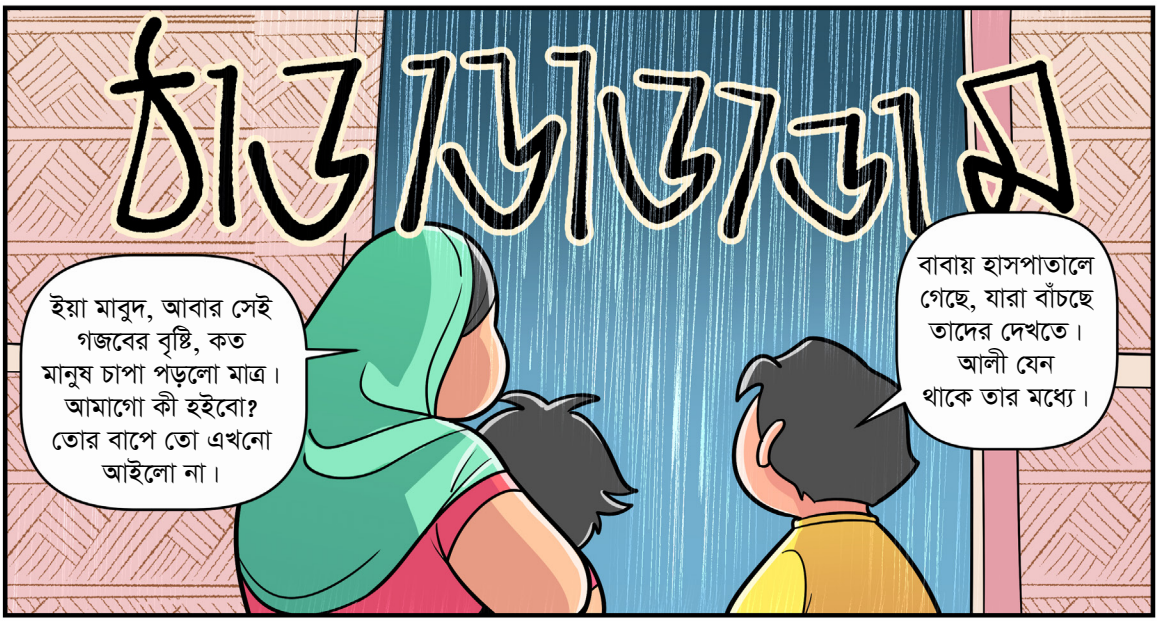

পাহাড়ের কোলে নতুন বসতি করে থাকা মানুষগুলো ভয়ে আবার জড়সড়।
কড়ড়ড়াম
ঠাডাডাডাম
ইয়া মাবুদ, আবার সেই গজবের বৃষ্টি, কত মানুষ চাপা পড়লো মাত্র। আমাগো কী হইবো? তোর বাপে তো এখনো আইলো না।
বাবায় হাসপাতালে গেছে, যারা বাঁচছে তাদের দেখতে। আলী যেন থাকে তার মধ্যে।
এইদিকে আমরা না চাপা পড়ি, এই পাহাড় ভাঙ্গলে আমরা কেউ বাঁচুম না। এই বৃষ্টি থামুক, আমরা আর এইখানে থাকুম না।
আমারো আর ভালো লাগে না মা, ডর করে বৃষ্টি দেখলেই

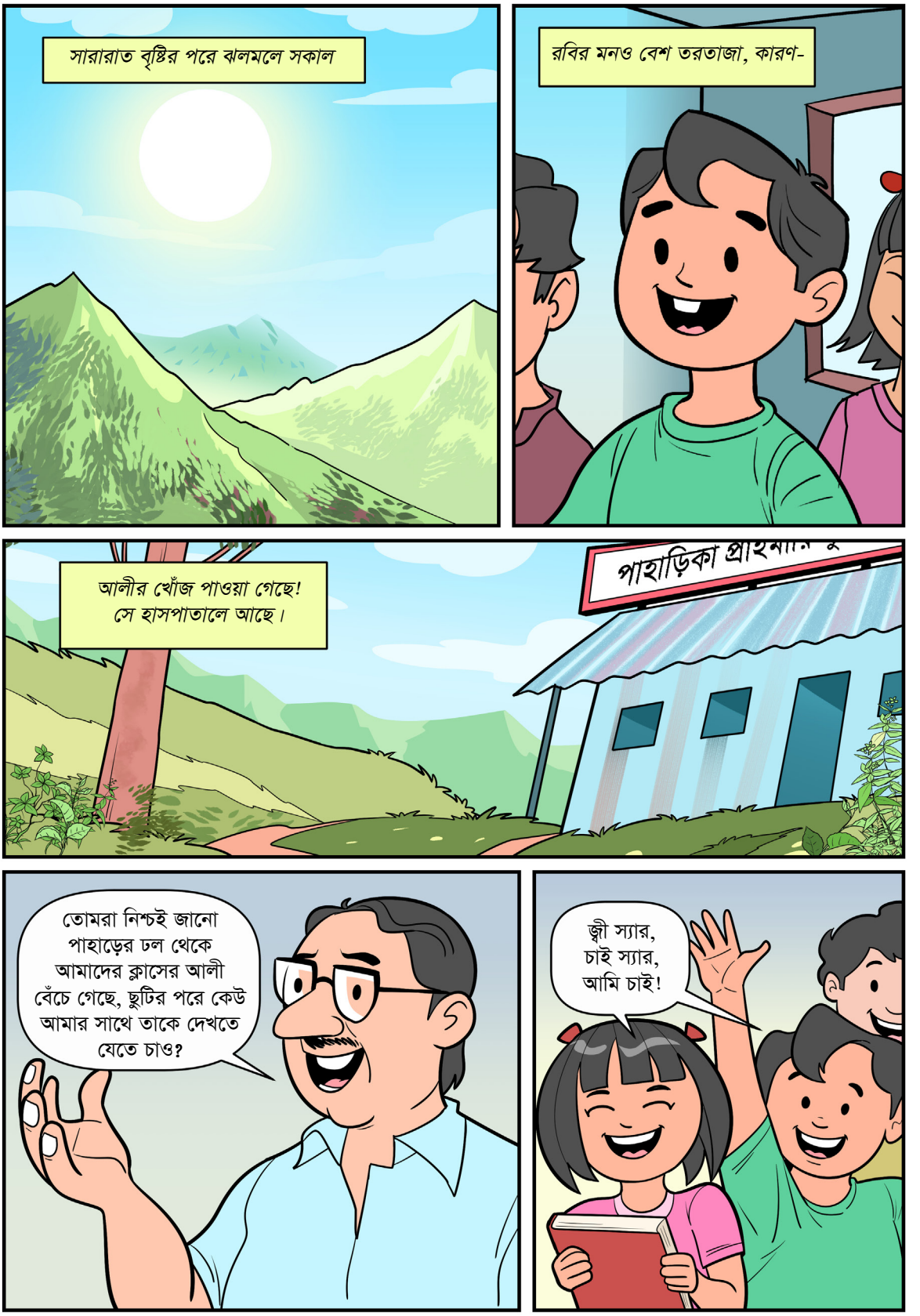
সারারাত বৃষ্টির পরে ঝলমলে সকাল
রবির মনও বেশ তরতাজা, কারণ-
আলীর খোঁজ পাওয়া গেছে!
সে হাসপাতালে আছে।
তোমরা নিশ্চই জানো
পাহাড়ের ঢল থেকে
আমাদের ক্লাসের আলী
বেঁচে গেছে, ছুটির পরে কেউ
আমার সাথে তাকে দেখতে
যেতে চাও?
জ্বী স্যার,
চাই স্যার,
আমি চাই!

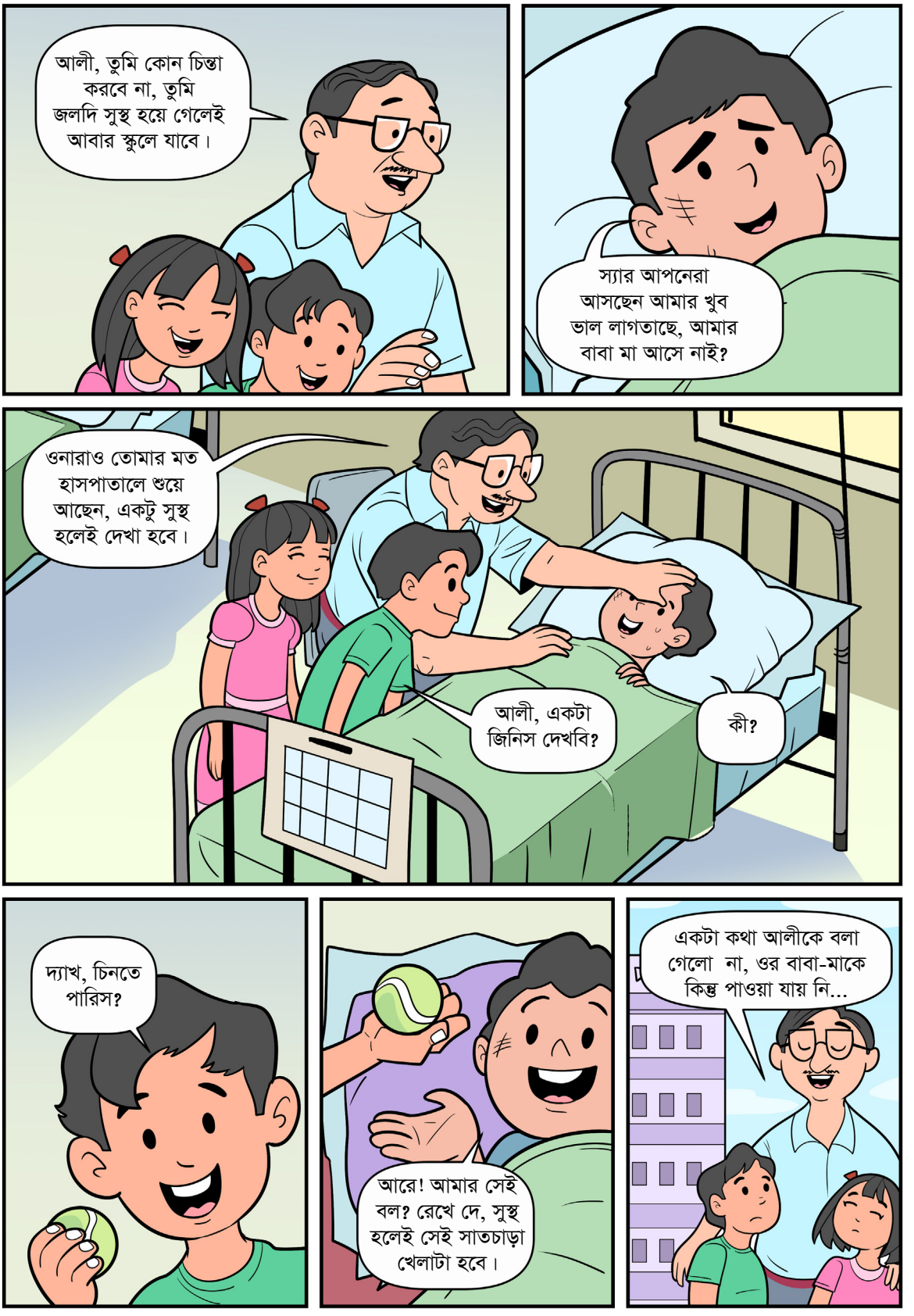
আলী, তুমি কোন চিন্তা করবে না, তুমি জলদি সুস্থ হয়ে গেলেই আবার স্কুলে যাবে।
স্যার আপনেরা আসছেন আমার খুব ভাল লাগতাছে, আমার বাবা মা আসে নাই?
ওনারাও তোমার মত হাসপাতালে শুয়ে আছেন, একটু সুস্থ হলেই দেখা হবে।
আলী, একটা জিনিস দেখবি?
কী?
দ্যাখ, চিনতে পারিস?
আরে! আমার সেই বল? রেখে দে, সুস্থ হলেই সেই সাতচাড়া খেলাটা হবে।
একটা কথা আলীকে বলা গেলো না, ওর বাবা-মাকে কিন্তু পাওয়া যায় নি...

পরদিন স্কুলের ক্লাসে এক অতিথি
আজ তোমাদের কাছে শহর থেকে 'নেচার' প্রতিষ্ঠান থেকে এক স্যার এসেছেন।
ওনার নাম **জাবের হাসান**। উনি তোমাদেরকে সাম্প্রতিক যে পাহাড়ধসের দূর্ঘটনা বেড়ে যাচ্ছে সেসব নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলবেন।
কেমন আছো তোমরা? আমি বেশি সময় নেব না তোমাদের। আচ্ছা তোমরা কি জানো কেন ইদানীং এত বেশি বেশি দূর্ঘটনা ঘটছে? বৃষ্টির পরে পাহাড় ভেঙে ঢল নামছে?
জ্বী স্যার জানি, কারণ নতুন বাড়িঘরের বেশিরভাগই পাহাড় কেটে তার ঢালে করা হচ্ছে,
আর যেসব গাছ মাটি ধরে রাখে তা কেটে ফেলছে, মাটি নেবার জন্যেও অনেক পাহাড় কাটা পড়ছে। সুকিয়া বুড়ি আমাদের বলেছে।

চমৎকার! দারুণ বলেছো!
তাহলে তো তোমরা জানই, মানুষ প্রকৃতির অংশ, তার সাথে মিলে মিশে থাকাটাই নিয়ম। সেটা না করে যদি প্রকৃতির ক্ষতি হয় এমন কাজ করা হয় তাহলে নানারকম বিপদ দেখা দেখবে। যেমন এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছো...
কী হইতাছে এইখানে!

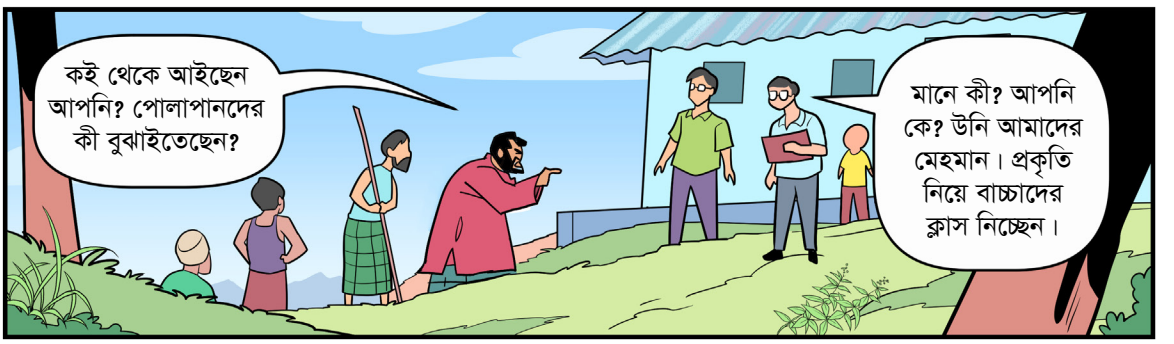
কই থেকে আইছেন আপনি? পোলাপানদের কী বুঝাইতেছেন?
মানে কী? আপনি কে? উনি আমাদের মেহমান। প্রকৃতি নিয়ে বাচ্চাদের ক্লাস নিচ্ছেন।

আমিন মজিদ রে চিনেন না? ভালো। এইসব পরকিতি টিতি নিজেরা পড়ান, শহরের লোক আইসা কী সব হাবিজাবি শিখাবে তার ঠিক আছে?

কিছুই বুঝলাম না, আমার স্কুলে আমি কী পড়াচ্ছি সেটা দেখার আপনি কে?
সময় হইলেই টের পাইবেন আমি কে। যা কইছি মনে রাখেন।

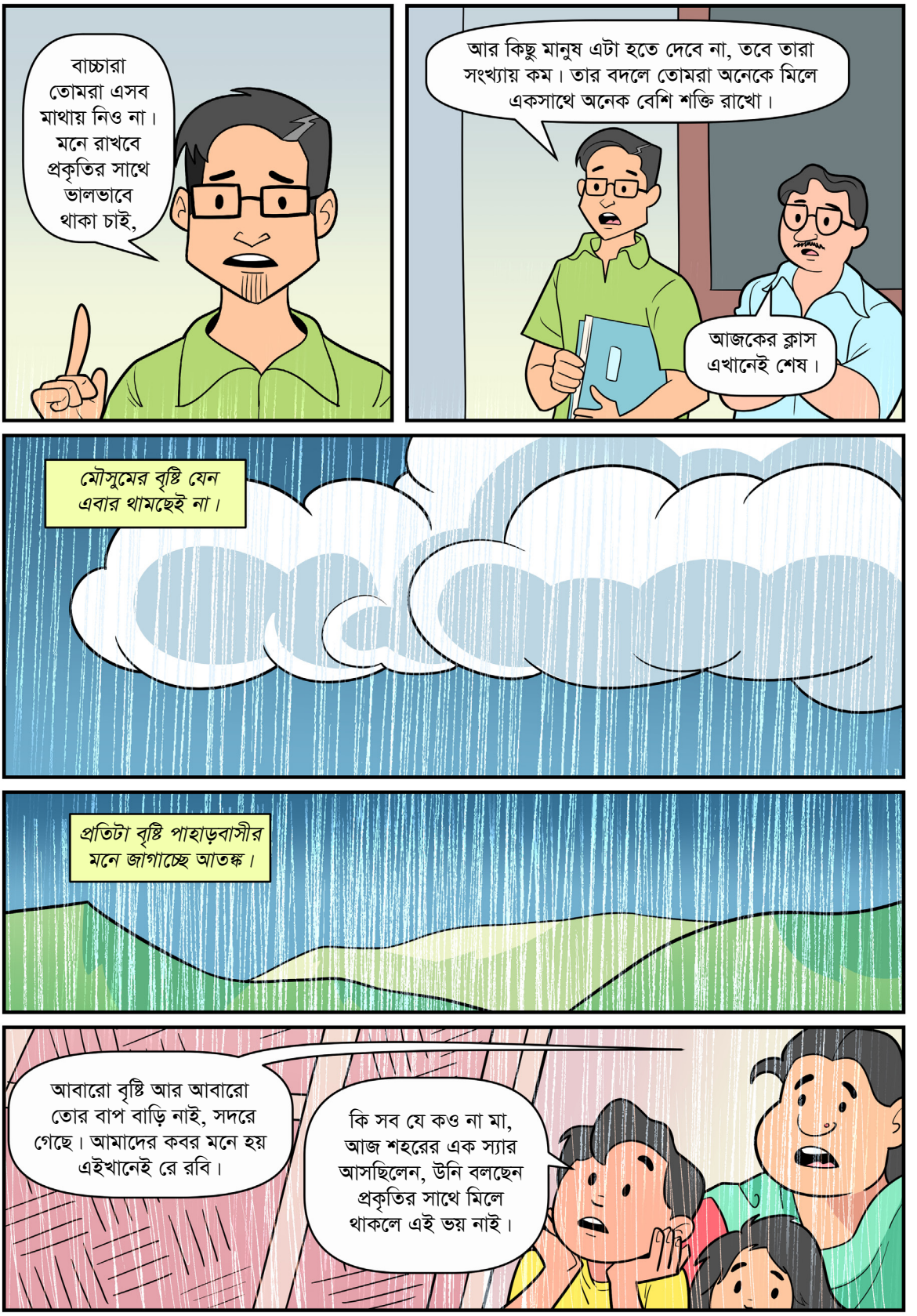
বাচ্চারা তোমরা এসব মাথায় নিও না। মনে রাখবে প্রকৃতির সাথে ভালভাবে থাকা চাই,
আর কিছু মানুষ এটা হতে দেবে না, তবে তারা সংখ্যায় কম। তার বদলে তোমরা অনেকে মিলে একসাথে অনেক বেশি শক্তি রাখো।
আজকের ক্লাস এখানেই শেষ।
মৌসুমের বৃষ্টি যেন এবার থামছেই না।
প্রতিটা বৃষ্টি পাহাড়বাসীর মনে জাগাচ্ছে আতঙ্ক।
আবারো বৃষ্টি আর আবারো তোর বাপ বাড়ি নাই, সদরে গেছে। আমাদের কবর মনে হয় এইখানেই রে রবি।
কি সব যে কও না মা, আজ শহরের এক স্যার আসছিলেন, উনি বলছেন প্রকৃতির সাথে মিলে থাকলে এই ভয় নাই।

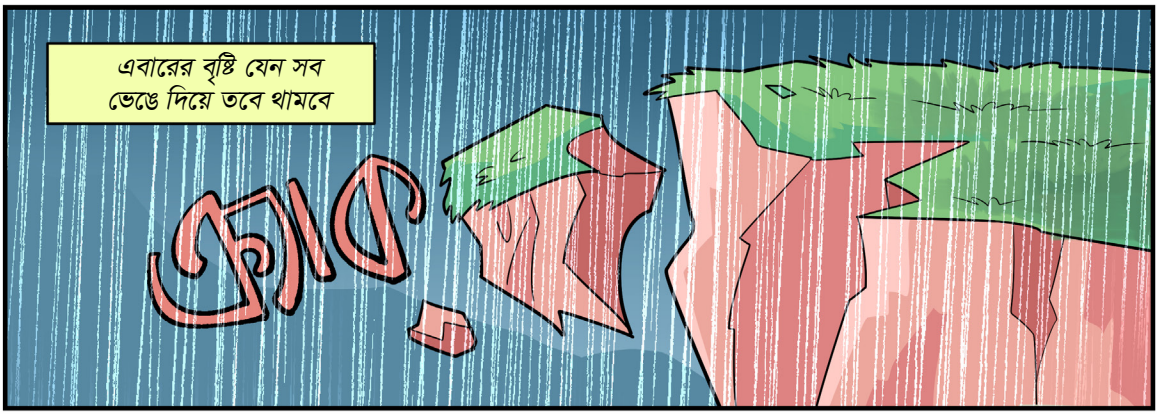

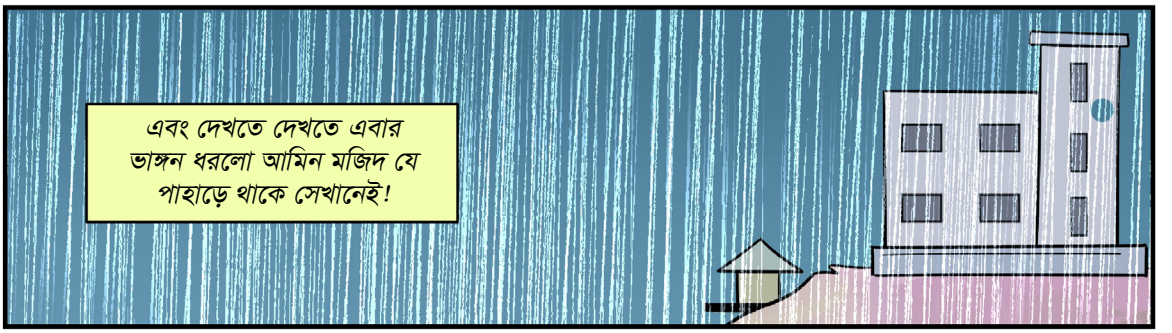

এবারের বৃষ্টি যেন সব ভেঙে দিয়ে তবে থামবে
ক্র্যাক
এবং দেখতে দেখতে এবার ভাঙ্গন ধরলো আমিন মজিদ যে পাহাড়ে থাকে সেখানেই!
তবে সে একা না, আশে পাশের অবশিষ্ট যে ক'টা বাড়ি ছিলো সব যেন হুড়মুড় করে একত্রে উধাও হয়ে গেল।
কড়ড়ড়াম!

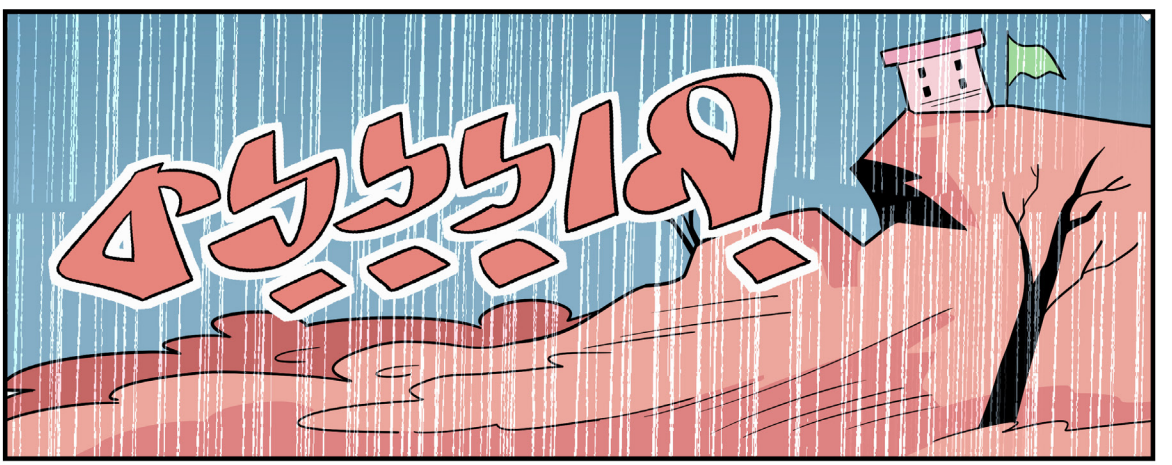

বৃষ্টি একটু কমতেই সবাই আবার উদ্ধারে নেমে পড়লো।
জলদি! ওইদিকে মানুষের আওয়াজ শুনতাছি
বাঁইচা আছে, তোলো এরে, ওইদিকে ধরো। মনসুর তুই পুবে যা!
আইচ্ছা ভাই আমিন মজিদ মিয়ার বাড়ি এই পাহাড়েই আছিলো না?
হ তাইতো, ওইদিকে ওইটা কী নড়ে দেখতো
এক বিরাট কালা লাশ... না না, লাশ না নড়তাছে।
ওরে, আমি লাশ নারে, আমি আমিন মজিদ! বাঁচা, আমারে কবরের থেইকা টাইনা তোল, বাবারে, মারে!

আহেন আহেন, পরিবারের আর সবাই কই? তারা ঠিক আছে?
ভাগ্য ভালো, সবাই সদরে গেছে বিকাল বেলা। নইলে তো আমার সব যাইতো রে! ওরে তোরা আমারে বাঁচাইলি!
অহন কী হইলো মজিদ সাব? অহন কন এইটা আপনার নসিবে ছিলো? কারও কোন দোষ নাই?

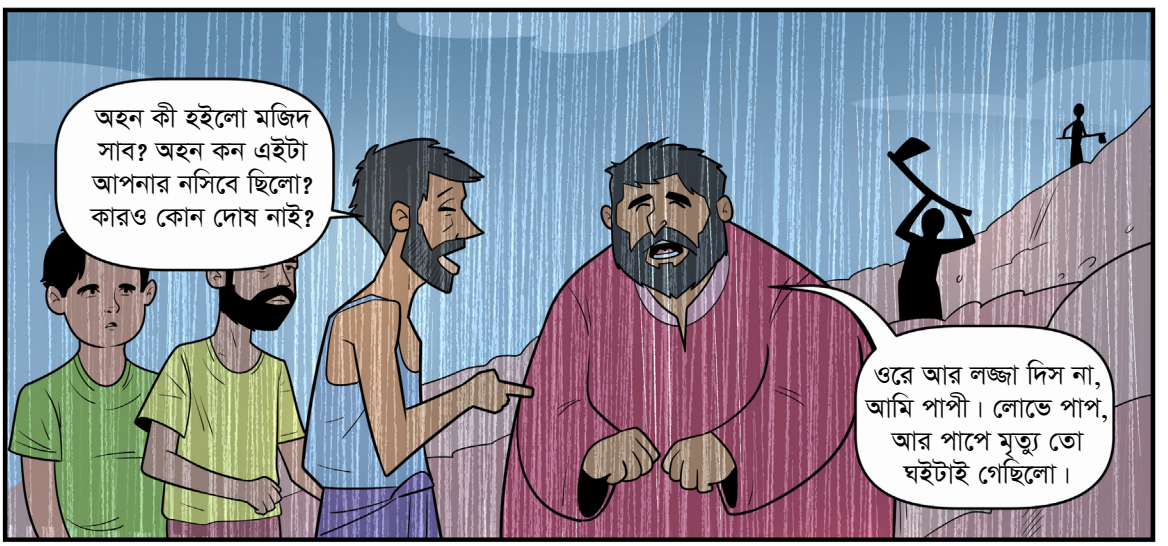
অহন কী হইলো মজিদ সাব? অহন কন এইটা আপনার নসিবে ছিলো? কারও কোন দোষ নাই?
ওরে আর লজ্জা দিস না, আমি পাপী। লোভে পাপ, আর পাপে মৃত্যু তো ঘইটাই গেছিলো।

আমি এর একটা ক্ষতিপূরণ দিব। আমার শিক্ষা হইছে। লোভ করতে করতে কবরেই ঢুইকা গেছিলাম । কাল সকালে স্কুলের সামনে আসতে কও সবাইরে, আর এখানের সবাইরে হাসপাতালে নিয়া চল খরচা আমার।
খুব ভাল কথা, আমরা সদরে লোক পাঠাইছি, গাড়ি আইতাছে দাঁড়ান।

সেই ঘটনার পর আমিন মজিদ সবাইকে নিয়ে কিভাবে ভালোভাবে পাহাড়ে থাকা যায় তার শিক্ষা নিল। পাহাড়ি আদিবাসীদের থেকে আর স্কুলের শিক্ষকদের থেকে বেশ কিছু ব্যাপার জেনে নিলো তার সাথে অন্যরাও।

আমার বিরাট শিক্ষা হইলো, সুকিয়া বুড়ির কথামত পাহাড়ের থেকেই শিক্ষা পাইলাম
হ, আর পাহাড়ের ঢালে গাছ লাগানোটাও খুব ভালা কাজ। সামনে এই গাছগুলাই মানুষের প্রাণ বাঁচাইবো

হ, আর সামনের শুক্কুরবার মাস্টারসাব সবাইকে স্কুলের মাঠে ডাকছেন, আরো কিভাবে সাবধানে থাকা যায় তা নিয়া একটা সভা হবে।
এইভাবে সবাই সব সামাল দিয়া চললে আশা করি সামনের বাদলায় এইভাবে আর মানুষ মারা যাবে না।

পরদিন সকালে স্কুলের সামনে।
ও মাস্টার সাব, আমারে ক্ষমা কইরা দিয়েন,আর শহরের ভাইজান কিছু মনে রাইখেন না, আমি শিক্ষা পাইছি। এইসব অবৈধ কাজে আমি আর নাই, বরং সবাইরে সচেতন করুম এখন থেইকা।
আর এই পোলাটা, আলী, ওর সব পড়াশোনার খরচাপাতির দায়িত্ব আমি নিলাম আজ থেইকা। আমার পাপের কিছু লাঘব যদি এতে হয়...
শুনে খুব খুশী হলাম,আমাদের বেশ কিছু কর্মশালা আছে পাহাড়ে কিভাবে থাকতে হয় তা নিয়ে। আপনাকে নিয়ে যাব সেখানে।
আলী! দ্যাখ।
আরে! সেই বল! চল তাইলে। সাতচাড়া খেলি!
সব দুঃখ কষ্ট ভুলে পাহাড়ে শিশুরা আবার মেতে উঠলো খেলাধুলায়।

পাহাড়ধস ঝুঁকি হ্রাসে করণীয়

- অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাহাড়ধস এর ঝুঁকি প্রবণ এলাকার স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের ম্যাপ তৈরী করতে হবে।

- স্থানীয় জনগনের সহায়তায় পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার পাহাড়ধস সম্পর্কিত মাঠপর্যায়ের তথ্যভিত্তিক একটি জরিপ করতে হবে।

- পাহাড়ধসের আগাম সতর্কতার বার্তা সবস্তরে পৌঁছে দিতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে একটি টেকসই প্রচার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গঠন করতে হবে।

- পাহাড়ধসের আগেই সতর্কতা বাড়াতে ও পাহাড়ধস-সহনশীল আশ্রয়কেন্দ্রে সবাইকে সময়মত নিয়ে যেতে স্থানীয় জনগণের মধ্যে একটি সর্বস্তরের সচেতনতা তৈরী করতে হবে।

- পাহাড়ধস দুর্যোগ প্রশমন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাকে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নীতিমালায় একীভূত করতে হবে, সেই সাথে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে অবহিত করা, লোকায়ত-আদিবাসী জ্ঞানকে কাজে লাগানো, স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ এবং কার্যকর একটি প্রচারণা কার্যক্রম তৈরীর উদ্যোগ নিতে হবে।

- উপজেলা পর্যায়ে পাহাড়ধসের ঝুঁকি-সহিষ্ণু ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

UCL
INSTITUTE FOR RISK AND DISASTER REDUCTION

CENTRE FOR GENOCIDE STUDIES
UNIVERSITY OF DHAKA

ISBN 978-1-3999-0364-6